তাবলীগে দ্বীন ও আহলেহাদীস আন্দোলন

ডক্টর মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল বারী

তাবলীগে দ্বীন ও আহলে-হাদীস আন্দোলন

ডঃ মওলানা মুহাম্মাদ আবদুল বারী

মূল্য :

হয়াইট : ছয় টাকা

নিউজ : চার টাকা

www.waytojannah.net

প্রকাশক :
বাংলাদেশ জম্‌ঈয়তে আহলে হাদীসের পক্ষে
জেনারেল সেক্রেটারী,
মুহাম্মদ আবদুর রহমান,
১৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা—১

প্রথম সংস্করণ : ৪০০০
যিলক্বদ : ১৪০৫ হিঃ
শ্রাবণ : ১৩৯২ বাং
আগষ্ট : ১৯৮৫ ইং

মুদ্রণে :
এম, এ বারী
আল-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,
১৮, নওয়াবপুর রোড,
ঢাকা—১

www.waytojannah.net

ভূমিকা

চলতি সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের তিন দিবস ব্যাপী ঐতিহাসিক কেন্দ্রীয় কনফারেন্সের প্রথম মুক্ত অধিবেশনে মূল সভাপতিরূপে আলহাজ্ব ডক্টর মওলানা মুহাম্মাদ আবদুল বারী যে সুচিন্তিত ও সুলিখিত ভাষণ প্রদান করেন, উহা মার্চ এপ্রিলে ধারাবাহিক ভাবে সাপ্তাহিক আরাফাতে প্রকাশিত হয়। বহু শ্রোতা ও পাঠকের ঐকান্তিক অনুরোধে এবং প্রয়োজনের তাকীদে এক্ষণে উহা আল্লাহর ফযল ও করমে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইল।

অভিভাষণে জনাব ডক্টর মওঃ মুহাম্মাদ আবদুল বারী তাঁহার আলোচ্য বিষয়ের মূল সূত্ররূপে বাছিয়া নেন বিশ্বজনীন ইসলামের প্রচার ধর্মী বৈশিষ্ট্য দা'ওয়া ও তবলীগকে।

খৃষ্টান জগতের সঙ্কীর্ণমানা ও বিদ্বেষদুষ্ট লেখকগণ ইসলামের এই বিশ্বজনীন বৈশিষ্ট্য এবং উহার দা'ওয়া ও তবলীগী তৎপরতাকে after thought বা পরবর্তী চিন্তা ভাবনার ফতশ্রুতি রূপে মসিলিপ্ত করিতে সচেষ্ট হয়। ডক্টর মুহাম্মাদ আবদুল বারী কুরআন মজীদ এবং রসূলুল্লাহ সাঃ এর অনুসৃত দৃষ্টান্ত সহ পাশ্চাত্যের অপেক্ষাকৃত পক্ষপাতমুক্ত আধুনিক ঐতিহাসিক ও সমীক্ষকগণের মন্তব্যের সাহায্যে পক্ষপাতদুষ্ট লেখকদের ভ্রান্ত মন্তব্য খণ্ডন করেন।

তিনি তাঁহার অভিভাষণে এই বিশ্বধর্ম ইসলামকে যুগোপযোগী পন্থায় সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। বাংলাদেশে কর্মরত সর্বপ্রকার উপকরণ সমৃদ্ধ খৃষ্টান মিশনারী দল ও ত্রাণ সংস্থা সমূহের মুকাবেলায় তিনি মুসলিম দাঈ' ও মুবাল্লিগগণের গুরুদায়িত্ব এবং মুসলিম উম্মার কুরআন ও হাদীসের মর্মকেন্দ্রে সমবেত ও সংহত হওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

বর্তমান জগতে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রভুত উন্নয়ন, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তবলীগ ও দা'ওয়ার পদ্ধতির নবায়ন এবং দাঈ' ও মুবাল্লিগগণের

www.waytojannah.net

ইসলাম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন ছাড়াও আধুনিক শিক্ষা, দেশ বিদেশের ইতিহাস, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তার প্রতিও তিনি দিক নির্দেশ করেন। ইহা ছাড়া তাঁহাদের প্রয়োজনীয় গুণাবলীর বিকাশ ও প্রশিক্ষণের প্রতিও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

অভিভাষণের সূচনায় আহলে হাদীস আন্দোলন সম্পর্কে কোন কোন মহলের মজ্জাগত ভ্রান্ত ধারণার নিরসন এবং উহার প্রকৃত স্বরূপ তুলিয়া ধরা হয়। উপসংহারে বাংলাদেশে আহলে হাদীস আন্দোলনের ধারক ও বাহক বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গতিশীল কর্মধারা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার একটি উজ্জল চিত্র অঙ্কিত হয়।

আমরা দৃঢ় আশা পোষণ করি যে, এই পুস্তিকা প্রতিটি ইসলাম কর্মীকে যথেষ্ট চিন্তার খোরাক যুগাইবে এবং ইসলামের দাঈ' ও মুবাল্লিগগণকে সঠিক কর্ম-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিবে। এতদ্ব্যতীত এই পুস্তিকা আহলে হাদীস আন্দোলন সম্পর্কে সাধারণ্যে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটাইতে এবং স্বয়ং আহলে হাদীসগণকে জমঈয়তে আহলে হাদীসের গতিশীল নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করিতে সহায়ক হইবে।

মুসলিম সমাজের অতীব প্রয়োজন মুহূর্তে তাহাদের চেতনা জাগৃতির এই শুভ প্রচেষ্টার জন্য আমরা এই পুস্তিকার প্রজ্ঞাশীল লেখককে অভিনন্দন জানাই। আল্লাহ তাঁহাকে এজন্য এই দুনয়ায় ও আখিরাতে জাযায়ে খাইর প্রদান করুন। আমরা তাঁহার দীর্ঘ আয়ু, সুস্থ দেহ, কর্মমুখর জীবন এবং ইসলাম ও মুসলিম উম্মার একনিষ্ঠ খেদমতের তওফীক একান্তভাবে কামনা করি।

নিবেদক :

মুহাম্মদ আবদুর রহমান

জেনারেল সেক্রেটারী,

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে-হাদীস

২০/৮/৮৫ ইং

www.waytojannah.net

بسم الله الرحمٰن الرحيم

তাবলীগে দ্বীন ও আহলে-হাদীস আন্দোলন

أن الحمد لله، نحمده ونستعينه و نستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، و من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا اله الا الله وحده لاشريك له، أنزل كتابه الكريم بالحجة الدامغة والبراهين القاطعة موعظة وشفاء لما فى الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده و رسوله المنزل عليه "وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليهم ولعلهم يتفكرون" خاتم النبيين، وامام المرسلين، و حجة الله على خلقه أجمعين، وقد بعثه الله تعالى بالدين القويم، والصراط المستقيم وجعل رسالته عامة للناس أجمعين الى يوم الدين، فجعل العزة والمنعة والنصرة والولاية والتمكين فى الارض لمن اتبع هداه، وارسم خطاه، والذلة والصغار والخذلان والشقاء والضعف والمهانة على من خالف أمره وعصاه، اللهم صل على عبدك و رسولك محمد، وعلى اله و أصحابه، وسلم تسليما كثيرا -

মাননীয় প্রধান অতিথি, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ, ভ্রাতৃপ্রতিম মুসলিম ও প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে আগত মাননীয় মেহমানানে কেরাম, মান্যবর কূটনীতিকবৃন্দ ডেলিগেট বন্ধুগণ, সম্মানিত উলামা ও সমবেত ভদ্রমণ্ডলী,

www.waytojannah.net

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

বাংলাদেশ জম্‌ঈয়তে আহ্‌লে-হাদীসের এই বিলম্বিত কেন্দ্রীয় সম্মিলন সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম ক'রে আল্লাহ স্ববহানাহু ও তা'আলার অপার অনুগ্রহে এই প্রথম বারের মত রাজধানী শহর ঢাকায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে—এজন্য আমরা আনন্দিত ও কৃতার্থ। যাঁর অসীম কৃপা ও তা'ওফীক লাভ করে তাওহীদ ও সুন্নাহর সেবক ও দেশের এক কোটি আহ্‌লে-হাদীস বিশেষ ক'রে ঢাকার উৎসাহী, ধর্মপ্রাণ, সিংহহৃদয় জামা'আতী ভাই সাহেবান এই সুন্দর ও মনোরম আয়োজন করেছেন তাঁর কাছে জানাই অযুত সেজ্‌দা-ই-শোকর। আমি অভিনন্দন জানাই জনাব আলহাজ্জ আব্দুল ওয়াহ্‌হাব ও জনাব আলহাজ্জ এডভোকেট ইয়াকুব আলী সাহেবান এবং তাঁদের যোগ্য সহকর্মীবৃন্দকে যাঁরা এই কন্‌ফারেন্সকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে সর্বতোভাবে চেষ্টা করছেন। আমি নিজের এবং দেশের সকল আহ্‌লে হাদীস ভাইদের পক্ষ থেকে তাঁদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও মুবারকবাদ।

আমরা অত্যন্ত মামনূন আমাদের সালাফী মেহমানদের কাছে যাঁরা আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে দূর দারায থেকে বহু তাকলীফ স্বীকার করে হলেও আমাদের মাঝে তাশরীফ এনেছেন এবং তাঁদের উপস্থিতির মাধ্যমে শুধু এ কন্‌ফারেন্সের রওনকই বৃদ্ধি করেননি বরং আমাদের সবাইকে করেছেন উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত। আমরা বিশেষ ক'রে কৃতজ্ঞ আমাদের প্রধান অতিথি মহোদয়ের কাছে। তিনি তাঁর বহু কর্মব্যস্ততা সত্বেও ঢাকায় এসে আমাদের সম্মিলনের উদ্বোধন করতে সম্মত হয়ে এ কথাই প্রমাণ করেছেন যে, আমরা মুসলিম ভ্রাতৃত্বের যে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ তা চির অটুট এবং দেশ, কাল, বর্ণ বা ভাষার কোন পার্থক্যই তা ছিন্ন করতে সমর্থ নয়।

www.waytojannah.net

আমরা তাঁকে এবং আমাদের সকল সম্মানিত মেহমানদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সম্বর্দ্ধনা। আমরা আশা করি তাঁদের এই সফর সফল ও সার্থক হ'বে এবং আমাদের পারস্পরিক সংযোগ ও সহযোগিতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

আজকের দিনে আমার বিশেষ ক'রে মনে পড়ছে আমাদের সেই প্রিয় নেতা ও কর্মীদের যাঁদের আমরা হারিয়েছি বিগত কয়েক বছরে। এঁদের মধ্যে রয়েছেন জম্‌ঈয়তের দুই বিশিষ্ট সহ-সভাপতি মাওলানা শামসুল হক সালাফী এবং অধ্যাপক মাওলানা আফতাব আহমদ রাহমানী, দুই সহকারী সেক্রেটারী মাওলানা আব্দুল হাক হাক্কানী ও মওলভী রঈসুদ্দীন আহমদ, ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যবৃন্দ আলহাজ্জ আব্দুল মাজেদ সরদার, মাওলানা আব্দুল্লাহ ইবনে ফজল, মাওলানা যিল্লুর রহমান আনসারী ও মাওলানা আবুল কাসেম রাহমানী এবং জেনারেল কমিটির সদস্য আলহাজ্জ আব্দুল মালেক (খুলনা), আলহাজ্জ শাহাবুদ্দীন, আলহাজ্জ ইউসুফ আলী মালিথা, মাওলানা নাজাবাত হোসাইন ও অধ্যাপক মাওলানা হাসান আলী (পাবনা), আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুর রাযযাক (ফরিদপুর), আলহাজ্জ আতিকুল্লাহ, আলহাজ্জ ইউসুফ আলী ফকীর, আলহাজ্জ মুহাম্মদ ইউসুফ ও আলহাজ্জ মাষ্টার সা'আদতুল্লাহ (ঢাকা), জনাব ইসহাকুদ্দীন সরকার (টাংগাইল), মাওলানা মাহবুবুর রহমান মৌভাষী (রংপুর), ডঃ আব্দুল হামীদ জিলানী, মাওলানা মামুনুর রশীদ ও ডাঃ আসগর আলী (দিনাজপুর), মওলভী যায়দুর রহমান (রাজশাহী), মাওলানা আবদুস সামাদ (ময়মনসিংহ), মাওলানা তমিযুদ্দীন ও মওলভী বেলায়েত হোসাইন (জামালপুর), খুলনার বিশিষ্ট আলেম ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা মাওলানা আহমদ আলী ও মাওলানা আবদুল মান্নান আল্ আযহারী। এঁদের ইনতিকালে জমঈয়তের যে ক্ষতি হোল তা সহজে পূরণ হবার নয়। ইলম ও ফজল, ইসার ও খেদমতের এক নমুনা তাঁরা স্থাপন করে

www.waytojannah.net

গেছেন। আমরা শ্রদ্ধাভরে তাঁদেরকে স্মরণ করি এবং তাঁদের মাগ-ফিরাতের জন্য রাব্বুল 'আলামীনের কাছে দো'আ করি।

اللهــم اغفـر لهم' وارحمهـم' وعافهم' واعف عنهم' اللهــم أكرم نزلهـم' و وسـع مدخلهـم' وامطـر عليهـم شآبيب الرحمـة والرضوان'

আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলাহুম্ ওয়ারহামহুম …… ওয়ামতির আলাইহিম শাবীবির রাহ্‌মাতি ওয়ার রিয্‌ওয়ান।

বন্ধুগণ,

আপনাদের দুর্ভাগ্য যে, আমার মত একজন অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে আপনাদের আমন্ত্রণ জানাতে হয়েছে এই কনফারেন্সের মূল সভা-পতির দায়িত্ব গ্রহণ করতে। সকল দিক দিয়ে শোভন হোত যদি এ গুরু দায়িত্ব অর্পিত হোত কোন যোগ্যতর ব্যক্তি বা লব্ধ প্রতিষ্ঠ আলেমের পরে। তা হ'লে আপনারা তাঁর কাছ থেকে উপহার পেতেন সত্যিকারের সাড়া জাগানো একটি অভিভাষণ। আমার কাছ থেকে শুনতে পাবেন বড় জোর দুটো সাদা মাটা কথা। তাতে কি আপনাদের তৃষ্ণা মিটবে? কিন্তু করবেনই বা কি? এটাই ছিল আমাদের ভাগ্য লিপি!

و كان امـر الله قـدرا مقـدورا

ওয়া কানা আম্‌রুল্লাহি কাদারাম্ মাক্‌দুরা

قسـمت كيا هر چيـز كو قسام ازل نے'
جس چيز كو جس شخص كے قابل نظـر آيا
بلبل كو ديا رونا' پروانے كو جلنا'
غم هم كو ديا' سب سے جـو مشكل نظـر آيا ا

আজ থেকে আটত্রিশ বছর আগে পাবনা জিলা আহলে হাদীস কনফারেন্সে সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে জমঈয়তে আহলে হাদীসের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি আল্লামা আবদুল্লাহিল কাফী (রাঃ) সর্বসিদ্ধি-

www.waytojannah.net

দাতা আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, "আজিকার আহলে হাদীস কনফারেন্স (আহলে হাদীস আন্দোলন সম্পর্কিত) অজ্ঞতার বেড়াজালকে ছিন্ন করিবার পক্ষে সহায়ক হউক!" তাঁর সেই প্রার্থনা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বহুলাংশে কবূল করেছেন। সশব্দে আমীন বলার কারণে এখন আর ঢাকা শহরের কোন মসজিদ বালতি বালতি পানি দিয়ে ধোয়ার প্রয়োজন হয় না বা আহলে হাদীস কোন ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন আবাসিক হলে কোন নামাযের ইমামতি করলে সে নামায নতুন করে দ্বিতীয় বার পড়তে দেখা যায় না। তবু আহলে হাদীস আন্দোলন বা আহলে হাদীসদের সম্পর্কে সকল অজ্ঞতা বিদূরিত হয়েছে কি? এই তো সেদিন পর্যন্ত স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত ও পরিবেশিত ইসলামিয়াতের কেতাবে কোমলমতি বালক-বালিকাদের পড়ান হোত:

"কুরআন, সুন্নাহ্, ইজমা' ও কিয়াসের অনুসারী মুসলমানদিগকে সুন্নী বা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বলা হয়। উল্লেখিত চারি মাযহাবে কিয়াস ও রায় অর্থাৎ যুক্তি ও ব্যক্তিগত অভিমতের যথেষ্ট সাহায্য লওয়া হইয়াছে বলিয়া কিছু সংখ্যক ফকীহ ঐ সকল মাযহাবের এই দৃষ্টি-ভঙ্গির বিরোধিতা করেন এবং হাদীসের উপর অধিকতর নির্ভরশীল মত প্রকাশ করেন। ফলে সুন্নী মুসলমানদের মধ্যে আহলুল হাদীস নামে পঞ্চম আর একটি দলের উদ্ভব হয়। এই দলের ইমামের নাম ইয়াহ্ইয়া বিন আকছাম (মৃঃ ২৪২ হিঃ) ও দাউদ ইবনে আলী ইসফাহানী।"

আমাদের জোর আপত্তি ও প্রতিবাদের মুখে বোর্ড পরবর্তী সংস্করণে এই ভুল ও বিভ্রান্তিকর বিবরণ সংশোধন ক'রে আহলে হাদীসদের সম্পর্কে খুব সংক্ষিপ্ত হ'লেও অনেকটা সঠিক তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁরা অন্ততঃ আহলে হাদীসদের আহলুস সুন্নাত ওয়াল

www.waytojannah.net

জামা'আত এর অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান করেন। কিন্তু ১৯৮৪ সালে সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগ বাংলাদেশের মসজিদসমূহ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের জন্য যে ছক প্রশ্নপত্র বিলি করে-ছিলেন তাতে ৬ নং প্রশ্নে আহলে হাদীসদের সুন্নী জামা'আত থেকে খারিজ করে শিয়া ও কাদিয়ানীদের সাথে একটি বিচ্ছিন্ন দল হিসাবে দেখান হয়েছে। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)

যে জামা'আত সুন্নাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথম থেকেই সংগ্রাম করে আসছে, যারা খারেজি ও শিয়াদের ফাসাদ বা ই'তিযাল ও ইরজা'র ফিৎনাকে সতর্কভাবে পরিহার করে জামা'আতের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার্থে নিজদের কোরবান করেছে, সাহাবা ও তাবেয়ীন রাযিআল্লাহু 'আনহুম থেকে শুরু করে মহামতি ইমামগণ পর্য্যন্ত সকলে যে আহ্‌লে হাদীস মতের অনুসরণ করতেন, যে আহ্‌লে হাদীস মত ও পথ রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রচারিত মৌলিক ইসলামের নামান্তর মাত্র তারাই হোল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত বহির্ভূত? বিচার বটে! আহ্‌লে হাদীসদের সম্পর্কে অজ্ঞানতার বেড়াজাল সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয়ে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তাদের যথার্থ মূল্যায়ন হ'বে এই আশা নিয়ে প্রধানতঃ আল্লামা মারহূমের বিভিন্ন লেখা থেকে চয়ন ক'রে আহ্‌লে হাদীসদের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরছি :

"আহ্‌লে হাদীসের পরিচয় সম্পর্কে সর্বপ্রথম ইহা অবগত হওয়া আবশ্যক যে, "আহ্‌লে হাদীস" কোন মযহব বা ফির্কার নাম নয়। পৃথিবীতে ধর্মীয় বা রাজনৈতিক দলগুলির সংখ্যা যতই অধিক হউক না কেন, সাবধানতার সহিত লক্ষ্য করিলে ইহা প্রতীয়মান হইবে যে, মযহব, দল, ফির্কা অথবা পার্টির আদর্শ ও কর্মসূচী ব্যক্তি বিশেষ কর্তৃক উদ্ভাবিত ও রূপায়িত হইয়াছে এবং উদ্ভাবক ও

www.waytojannah.net

প্রতিষ্ঠাতাকে আশ্রয় করিয়াই উক্ত ফির্কা ও মযহবের উত্তর কালে বিস্তৃতি ও বিকাশ ঘটিয়াছে। রাজনৈতিক ও মযহবী ফির্কাবন্দীর ইতিহাসে ব্যক্তি বিশেষের কেন্দ্রত্ব ও প্রাধান্য এরূপ অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়া রহিয়াছে যে, ফির্কা বা পার্টির অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যক্তি আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ও কর্মসূচীর অনুসরণের দিক দিয়া যতই অগ্রগণ্য হউক না কেন, ফির্কার ইমাম এবং পার্টির নেতার পুরাপূরি ভক্ত ও অনুগত না হওয়া পর্যন্ত তাহার নিষ্ঠা ও কর্মতৎপরতার কোন মূল্যই স্বীকৃত হয় না। পক্ষান্তরে আদর্শ নিষ্ঠা ও কর্মতৎপরতা অপেক্ষা ফির্কাবন্দীর ইতিহাসে দলীয় নেতার আনুগত্য এবং অন্ধ অনুসরণ অর্থাৎ 'তকলীদ'কেই অধিকতর মূল্যবান স্বীকার করা হইয়াছে। কালক্রমে দলপতির ভ্রম-প্রমাদগুলি ফির্কাপরস্তের দল একান্ত শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা সহকারে অনুসরণ করিয়া চলিতে থাকে এবং দলীয় আদর্শ ও কর্মসূচীর সহিত দলপতির ব্যক্তিগত উক্তি ও আচরণের সংঘর্ষ ঘটিলে অন্ধ ভক্তের দল নেতার উক্তি ও আচরণকেই উর্ধে স্থান দান করে। ইহার শেষ পরিণতি স্বরূপ আদর্শ ও কর্মের সমুদয় নিষ্ঠা ও তৎপরতার পরিবর্তে দলীয় অহমিকতা, গোঁড়ামী ও অনুদারতাই ফির্কার সমুদয় কার্য্যকলাপকে অধিকার করিয়া বসে।

"এ কথা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবেনা যে, উম্মতের অন্তর্ভুক্ত কোন ইমাম, দরবেশ অথবা কুটনীতিবিশারদকে আশ্রয় ও কেন্দ্র করিয়া 'আহলে-হাদীস' আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপিত হয় নাই। বিভিন্ন ফির্কার অন্তর্ভুক্ত মুসলমানগণ রসূলুল্লাহর (সাঃ) সার্বভৌম নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইলেও কার্যতঃ উম্মতের অন্তর্ভুক্ত কোন না কোন ব্যক্তির নিজস্ব মতবাদ, দৃষ্টিভঙ্গী, ব্যাখ্যা অথবা উদ্ভাবিত কর্মপন্থার অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন কিন্তু আহলে হাদীসগণ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর একচ্ছত্র নেতৃত্ব ব্যতীত উম্মতের অন্তর্ভুক্ত কোন মহাপুরুষের

www.waytojannah.net

উদ্ভাবিত 'আকীদা ও সিদ্ধান্তকে আহলে হাদীসগণের 'আকীদা এবং মযহবরূপে গ্রহণ করেন নাই। এমনকি সাহাবা ও তাবেয়ীগণের মধ্য হইতেও কোন মাননীয় পুরুষকে আহলে হাদীসগণ অভ্রান্ত ও মা'সুম স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহাকে [একক] নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেন নাই। আহলে হাদীসগণ সাহাবা, তাবে'য়ীন, মহামতি ইমাম চতুষ্টয় এবং পরবর্তী যুগের সমুদয় মহামনীষী এবং বিদ্বানগণকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিলেও জ্ঞানের মুক্তি এবং যুক্তির স্বাধীনতাকে প্রলয়কাল পর্যন্ত সমুদয় যোগ্য এবং উপযুক্ত নরনারীর জন্য অবারিত রাখিয়াছে। তাঁহারা তাঁহাদের জ্ঞান ও বিচার বুদ্ধিকে একমাত্র আল্লাহ এবং তদীয় রসূল (সাঃ) এবং উম্মতের সমুদয় বিদ্বানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ব্যতীত অন্য কোন নেতা বা মহাপণ্ডিতের পদতলে সমর্পণ করিতে মুহূর্তের তরেও প্রস্তুত নহেন।

"শুধু এইটুকুই নয়। আহলে হাদীস আন্দোলনের মূলনীতি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ' অনুসারে আহলে হাদীসগণ তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনের নিয়ন্ত্রণকারী ও ব্যবস্থাপকরূপে আল্লাহর সার্বভৌম প্রভুত্ব এবং মনুষ্য শ্রেণীর মধ্য হইতে শুধু তদীয় রসূল (সাঃ) এর অধিনায়কত্ব স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য। যাঁহারা উল্লেখিত নীতি সমূহ মান্য করিতে প্রস্তুত নহেন তাঁহাদিগকে আহলে হাদীস রূপে গণ্য করা যেরূপ অন্যায়, তাঁহাদের আহলে হাদীস হইবার দাবীও তদ্রূপ অর্থহীন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যাঁহারা অন্যান্য দল ও ফির্কার সঙ্গে আহলে হাদীস আন্দোলনের নামও এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা আহলে হাদীস মতবাদ ও আন্দোলনের পটভূমিকা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।"

আল কুরআনে সূরা আল্ হাশরের সপ্তম আয়াতে বর্ণিত অনুশাসন:

www.waytojannah.net

وما اتكم الرسول فخذوه وما نهكم عنه فانتهوا -

"রসূলুল্লাহ (সাঃ) তোমাদেরকে যা প্রদান করেন, তোমরা তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন তার থেকে তোমরা বিরত থাক।"

অথবা বিদায় হজ্জে হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুঁশিয়ার বাণী :

تركت فيكم أمرين' لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتى -

"তোমাদের মধ্যে আমি রেখে যাচ্ছি দু'টো বস্তু, যে পর্যন্ত তোমরা এই দুই বস্তুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকবে, সে পর্য্যন্ত তোমরা কিছুতেই পথভ্রষ্ট হবে না, (ঐ বস্তু দুটো হচ্ছে :) আল্লাহর কিতাব এবং আমার সুন্নত।"

এর বিশদ তাত্ত্বিক আলোচনায় প্রবৃত্ত না হয়েও আমরা বলতে পারি যে, প্রথম যুগের মুসলমানরা শুধু মাত্র কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করতেন এবং নিজেদেরকে আহলে-হাদীস বলেই অভিহিত করতেন।

খতীব বাগদাদী তাঁর "শারাফু আসহাবিল হাদীস" গ্রন্থে (২১ পৃষ্ঠা) সনদ সহ বর্ণনা করেছেন :

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه انه كان اذا راى الشاب قال : مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم' أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوسع لكم فى المجالس وأن نفهمكم الحديث' فانكم خلوفنا وأهل الحديث بعدنا -

"বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) কোন মুসলমান যুবককে দেখিতে পাইলে বলিতেন, "মারহাবা, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এর ওসীয়ত অনুযায়ী আমি তোমাকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদিগকে তোমাদের জন্য

www.waytojannah.net

মজলিস প্রশস্ত করিয়া দেওয়ার অর্থাৎ স্থান দান করিবার ও তোমাদিগকে তাঁহার হাদীস বুঝাইবার আদেশ করিয়া গিয়াছেন। তোমরা আমাদের স্থলাভিষিক্ত ও আমাদের পরবর্তী আহলে-হাদীস।"

হাকেম এই হাদীসকে বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

লক্ষ্যণীয় যে, যে সকল মহান ইমামদের উপলক্ষ করে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জাম'আত উত্তর কালে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং যাঁদের মধ্যে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফে'য়ী, ইমাম আহমদ, ইমাম ইবনু লায়লা, ইমাম আওযা'য়ী, ইমাম সুফয়ান সাওরী, ইমাম ইসহাক বিনে রাহওয়হ্ প্রমুখ রয়েছেন, এঁরা কেউই ৮০ হিজরীর পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেননি। অথচ এই সময়ের বহু পূর্বেই ইসলাম এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার এক বিশাল ও বিস্তীর্ণ এলাকায় পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল এবং মুসলমানরা তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক আচরণ বা রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের বেলায় নিশ্চুপ ও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। হুজ্জাতুল ইসলাম শাহ ওলিউল্লাহ দেহলভী তাঁর 'ইযালাতুল খাফা 'আন খিলাফাতিল খুলাফা' গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন:

"বনু উমাইয়া শাসনের অবসান কাল অর্থাৎ ন্যূনাধিক ১৫০ হিজরী পর্যন্ত কোন ব্যক্তি নিজেকে হানাফী, শাফে'য়ী বলিতেন না বরং স্ব স্ব ওস্তাদদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা করিতেন। আব্বাসীয়দের শাসনকালে সর্বপ্রথম প্রত্যেকে নিজের জন্য পৃথক পৃথক দলীয় নাম নিরূপণ করিয়া লইলেন এবং আপন ওস্তাদদের নির্দেশ খুঁজিয়া না পাওয়া পর্যন্ত কুরআন ও হাদীসের ব্যবস্থা মানিয়া লইতে অস্বীকৃত হইলেন। ইতিপূর্বে শুধু ব্যাখ্যার বিভিন্নতা লইয়া যে মতভেদের সূত্রপাত হইয়াছিল এক্ষণে তাহা দৃঢ়তর হইল। আরব রাজত্বের অবসানে অর্থাৎ ৬৫৬ হিজরীর পর মুসলমান-

www.waytojannah.net

গণ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়াইয়া পড়িলেন। তাঁহারা স্ব স্ব মযহবের যতটুকু অংশ স্মরণ রাখিতে পারিয়াছিলেন শুধু সেই টুকুকেই ব্যবহারিক শাস্ত্রের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া লইলেন। ফলে যে সকল সিদ্ধান্ত পূর্ববর্তীগণের নিছক উক্তির উপর পরিকল্পিত হইয়াছিল, অতঃপর সেগুলি বিশুদ্ধ সুন্নতরূপে পরিগৃহীত হইল। ইহাদের বিদ্যা অনুমানের উপর গঠিত এবং এক অনুমান পরবর্তী আর একটি অনুমানের উপর পরিকল্পিত। ইহাদের রাজত্ব মাজুসদের ন্যায়। তফাৎ শুধু এইটুকু যে, ইহারা নামায পড়িয়া থাকে। আমরা এই যুগ সন্ধিক্ষণে জন্মলাভ করিয়াছি। জানি না অতঃপর আল্লাহর অভিপ্রায় কি?"

মুহাদ্দিস দেহলভীর এই দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট মন্তব্যের পর ইবনে খলদুন বা অন্যান্য মনীষী কর্তৃক প্রদত্ত আহলুল হাদীস ও আহ্লুর রায়দের মধ্যকার মত-পার্থক্য, তার কারণ, পটভূমি ইত্যাদি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ, বিশেষ করে আজকের এই স্বল্প পরিসরে আছে বলে আমরা মনে করিনা। তথাপি সাধক সম্রাট জুনায়দ বাগদাদীর একটি উক্তি উল্লেখ না করে পারছিনা। তিনি বলেন:

الطرق كلها مسدودة' الا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم -

"একমাত্র রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পদাংক অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের পথ ব্যতিরেকে ঐশী সান্নিধ্য লাভের সকল পথই রুদ্ধ।"

পক্ষান্তরে মাহ্বূবে সুবহানী সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানীর বক্তব্য আরও প্রাঞ্জল ও স্পষ্ট:

اجعل الكتاب والسنة أمامك' وانظر فيهما بتأمل وتدبر' واعمل بهما' ولا تغتر بالقال والقيل والهوس- قال الله تعالى : وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا' واتقوا الله ولا تخالفوه' فتتركوا بما جاء به وتخترعوا لانفسكم عملا وعبادة' كما قال فى حق قوم : ضلوا عن سواء السبيل' ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم -

www.waytojannah.net

"কুরআন ও হাদীসকে তোমরা সম্মুখে স্থাপন কর, অভিনিবেশ ও মনোযোগ সহকারে এই দুইটি (হেদায়তের উৎস) প্রণিধান কর এবং এই দুইটির উপর আমল কর। ইহার উহার কথায়, কিন্তু পরন্তুর পশ্চাতে অথবা দুরাশার কুহকে প্রলুব্ধ হইও না।" আল্লাহ বলিয়াছেন: রাসূল (সা:) তোমাদিগকে যাহা প্রদান করিয়াছেন তাহা গ্রহণ কর এবং যাহা নিষেধ করিয়াছেন তাহা পরিহার কর (আল হাশর: ৭), অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং রাসূলুল্লাহ (সা:) এর বিরুদ্ধাচরণ করিও না। এরূপ যেন না হয় যে, তিনি যে বিধান সহকারে আগমন করিয়াছেন তোমরা তদনুসারে আমল পরিত্যাগ কর এবং নিজেরাই নতুন নতুন আমল ও ইবাদত আবিষ্কার করিতে শুরু কর। যেমন একদল লোক সম্বন্ধে আল্লাহ বলিয়াছেন: "তাহারা সঠিক পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে (আল মায়েদা: ৭৭ আয়ত) এবং আরও ইরশাদ করিয়াছেন: 'যে বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসের জন্য আমি তাহাদিগকে নির্দেশ দান করি নাই, তাহারা সেই বিদ্‌আত অবলম্বন করিয়াছে।" (আল হাদীদ: ২৭ আয়ত)।

হুজ্জাতুল ইসলাম শাহ ওলিউল্লাহ তাঁর বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থ "হুজ্জাতুল্লা-হিল বালিগায়" আহলে-হাদীস আন্দোলনের যে বৈশিষ্ট্যগুলো বিশেষ করে আলোচনা করেছেন তার মধ্যে দু'টি সমধিক উল্লেখযোগ্য:

اذا لم يجدوا فى كتاب الله أخذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان مستفيضا دائرا بين الفقهاء او يكون مختصا باهل بلد او اهل بيت أوبطريق خاصة وسواء عمل به الصحابة أو الفقهاء أو لم يعملوا به -

প্রথম: কোন সমস্যার সমাধান পবিত্র কুরআনে পাওয়া না গেলে আহলে-হাদীসগণ প্রমাণ ও সমাধান হিসাবে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর হাদীসকে গ্রহণ করিয়া থাকেন। সে হাদীস ফকীহগণের মধ্যে

www.waytojannah.net

বহুল প্রচারিত থাকুক, অথবা নির্দিষ্ট কোন নগর বা পরিবারের মধ্যে উহা সীমাবদ্ধ থাকুক, সে হাদীসের উপরে সাহাবা ও ফকীহগণ আমল করিয়া থাকুন অথবা না করিয়া থাকুন সকল অবস্থায় আহলে-হাদীস-গণের নিকট রসূলুল্লাহ (দঃ) এর বিশুদ্ধ হাদীস অগ্রগণ্য ও প্রতিপালনীয় হইয়া থাকে।

এবং দ্বিতীয়:

متى كان فى المسئلة حديث فلا يتبع فيها خلافه أثر من الا ثار ولا اجتهاد احد من المجتهدين -

যে প্রশ্নের সমাধান রাসূলুল্লাহর (সা:) হাদীসে পাওয়া যাইবে, তাহার বিরুদ্ধে কোন সাহাবা, তাবেয়ী, ইমাম ও মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত আহলে হাদীসগণ গ্রহণ বা অনুসরণ করিবেন না।

আহলে-হাদীস আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ব'লে উল্লিখিত হ'লেও হাদীসের এই সার্বভৌমত্ব মুসলিম কোন দলই আদর্শগতভাবে কখনও অস্বীকার করতে পারেন নি। আহলে হাদীসদের মত আহলুস্ সুন্নাতের অন্যান্য স্কুলগুলিও কুরআনের পর রাসূলুল্লাহ (সা:) এর হাদীসকেই প্রামাণিকতার অপরিহার্য উৎস বলে সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকার করে নিয়েছেন বলেই সমষ্টিগত ভাবে তাঁরা আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জাম'আত নামে পরিচিত। কিন্তু হাদীসের প্রামাণিকতাকে মেনে নেয়া আর তাকে সর্বাগ্রগণ্য করা এক কথা নয়। বস্তুতঃ শাহ সাহেবের আলোচনা বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, হাদীস গ্রহণ ও অনুসরণ করার যে সূত্র আহলে হাদীসগণ অনুসরণ করেন তা অন্যান্যদের অনুসরণীয় নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, শাফে'য়ীগণ নীতিগত-ভাবে হাদীসকেই কুরআনের পর স্থান দিয়ে থাকেন। তবু এ কথা সত্য যে, যে সকল হাদীস ইমাম শাফে'য়ী (রহঃ) কর্তৃক অথবা তাঁর ফিক্‌হে পরিগৃহীত হয়েছে সেগুলি ব্যতিরেকে তাঁরা উদাহরণতঃ

www.waytojannah.net

ইমাম-ই আ'যম আবু হানীফা (রহঃ) কর্তৃক গৃহীত কিংবা তাঁর ফিক্‌হে অবলম্বিত হাদীস সমূহের প্রতি লক্ষ্য করা আদৌ প্রয়োজনীয় মনে করেন না। অনুরূপভাবে এই নীতি অন্যান্য স্কুলের বেলাতেও সমভাবে অনুসৃত হয়েছে। এই রীতি পদ্ধতি শুধু মহামতি ইমাম চতুষ্টয়ের মযহবগুলিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। পরন্তু উত্তরকালে ফিকহের গণ্ডি ছাড়িয়ে তা' দর্শন ও তাসাউয়ুফের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। আর তারই ফলশ্রুতিতে কোন দার্শনিক, সুফী ও মুতাকাল্লিম দর্শন, তাসাউয়ুফ ও কালামের নামে যে বক্তব্যই রাখুন আর যে আচরণই করুন তা আল্লাহর রাসূলের (সাঃ হাদীস কর্তৃক কতটা সমর্থিত বা তার সাথে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ তা যাচাই করে দেখবার মত মানসিকতা শিষ্য-মণ্ডলীর মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। ভক্তির আতিশয্যে তাঁরা এটা স্বতঃসিদ্ধরূপে ধরেই নেন যে, তাঁদের ইমামদের পক্ষে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদীসের অন্যথাচরণ কোনক্রমেই সম্ভবপর নয় এবং তাঁরা যা বলেন তার পশ্চাতে নিশ্চয়ই কোন-না-কোন হাদীসের সমর্থন ও অনুমোদন রয়েছে। বলা বাহুল্য, এই মনোভাবের ফলে মুসলিম সংহতি চূড়ান্তভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে এবং মুসলমানরা শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। কোন্ মত বা আচার অনুষ্ঠান ইসলামসংগত আর কোন্‌টি তার পরিপন্থী তা নির্দেশ করা চরম দুঃসাহসিকতার কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহর সার্বভৌমত্ব শুধু ক্ষুণ্ণ নয় বরং অবলুপ্ত হতে বসেছে এবং সে স্থান অধিকার করে বসেছেন পীর, দরবেশ ও তদীয় শাগরেদগণ।

বন্ধুগণ,

দ্বীনে হানীফ ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য হ'ল যে, এ ধর্মে কোন পুরোহিততন্ত্র বা sacerdotalism এর স্থান নেই। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) থেকে শুরু করে ইসলামের অনুসারী প্রত্যেকটি ব্যক্তিই হ'ল এক

www.waytojannah.net

এক জন ইসলামের সৈনিক। এরা নিজেরা সত্য পথ লাভ ক'রে তুষ্ট থাকেননা বরং সে সত্যকে সকলের কাছে পৌছাতে না পারলে তাঁরা শান্তি ও স্বস্তি পান না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আল-কুরআনে এই অবস্থার কথাটি কি সুন্দরভাবেই না বিবৃত করেছেন :

قُلْ هٰذِهِ سَبِيْلِىْ أَدْعُوْا إِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ
اتَّبَعَنِىْ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (يوسف : ۱۰۸)

"বলুন, (হে রাসূল!) ইহাই আমার পথ : আল্লাহর প্রতি আহ্বান করি (মানুষকে) সজ্ঞানে —আমি, এবং আমার সহকারীগণও, আল্লাহ মহিমান্বিত এবং যাহারা আল্লাহর শরীক করে আমি তাহাদিগের অন্তর্ভুক্ত নহি।" (সূরা ইউসুফ : ১০৮ আয়াত)

নবী করীম (সাঃ) তাবলীগ ও দা'ওয়াতের এই দায়িত্ব আজীবন নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। বস্তুতঃ মক্কাতে যখন তিনি একজন অত্যাচারিত ও উৎপীড়িত দা'ঈর জীবন যাপন করছিলেন, যখন প্রতি পদে পদে তাঁর চেষ্টা ব্যাহত হচ্ছিল, প্রকাশ্যে আল্লাহর বাণী প্রচার করা যখন প্রায় অসম্ভব ছিল, মক্কার কোরাইশরা যখন ইসলামের বিপ্লবী বাণী শুনে আতঙ্কিত হয়ে তাদের কায়েমী স্বার্থ রক্ষায় শংকিত ও মরিয়া হয়ে উঠেছিল তখনই হোক, আর মদীনা রাষ্ট্রের গোড়া পত্তনের পর সে রাষ্ট্রের কর্ণধাররূপে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীরূপেই হোক, এই মহান দায়িত্ব তিনি মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হননি। একদল নবী বিদ্বেষী পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা দাবী করে থাকেন যে, মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাবলীগ ও দা'ওয়াত তথা নবুওতের দায়িত্বের প্রতি ততটা সচেতন আর ছিলেন না, বরং রাষ্ট্র পরিচালনার প্রতি তাঁর সকল মনোযোগ নিবিষ্ট হয়েছিল। তাঁদের কথায় "The seer in him now

www.waytojannah.net

recedes into the background and the practical man of politics comes to the fore. The prophet is gradually overshadowed by the statesman" এ অপবাদ যে কতটা মিথ্যা তা প্রমাণিত হ'বে মদীনায় নবীজীর হিজরতের পর, বিশেষ করে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দলে দলে লোকের মদীনায় আগমন ও ইসলাম গ্রহণ থেকে, বিভিন্ন আতরাফে হুজুরের (সা:) দূত ও দা'ঈ প্রেরণ থেকে, বিশেষ করে আরব দেশের বাইরেও ইসলামের দা'ওয়াত নিয়ে ডেলিগেশন প্রেরণের ইতিহাস থেকে। ইবনে হিশামের বিবরণানুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সা:) আলেকজান্দ্রিয়াধিপতি মোকাওকিস এবং পূর্ব রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছেও লিখিত দা'ওয়াত প্রেরণ করেছিলেন এবং এটা আর একটি প্রমাণ যে, বিশ্বনবী (সা:) প্রথম থেকেই তাঁর দা'ওয়াতের বিশ্বজনীনতা عالمية رسالته সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ও নিঃসন্দেহ ছিলেন। ইসলামের এই কালজয়ী বিশ্বজনীনতা অবশ্যই মুইর প্রমুখ পাশ্চাত্যের অনেক পণ্ডিত সহজ-ভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। এঁরা এবং এঁদের এ কালের মন্ত্রশিষ্যরা, যাঁদের মধ্যে মুসলিম নামধারী কিছু 'আলোকপ্রাপ্ত' প্রগতিবাদীও আছেন, বলে থাকেন যে, আল-কুরআন মূলতঃ একটি বিশেষ প্রেক্ষিতে এবং সময়ের কাঠামোতে শুধুমাত্র আরবদের জন্যই অবতীর্ণ হয়েছিল এবং ইসলামকে বিশ্বমানবতার ধর্মরূপে উপস্থাপন মুসলমানদের পরবর্তী চিন্তাভাবনারই ফসল—after thought। এঁদের জবাব একজন বিশিষ্ট প্রাচ্যবিদ অমুসলিম পণ্ডিতের মুখ থেকেই শোনা যাক। আজ থেকে প্রায় ন'দশক পূর্বে অধ্যাপক T. W. Arnold তাঁর অমর গ্রন্থ The Preaching of Islam এ অকপটভাবে স্বীকার করেছিলেন যে,

"The duty of missionary work is no after thought in the history of Islam but was enjoined on believers from the beginning as may be judged from (numerous)

www.waytojannah.net

passages in the Qur'an" [ইসলামের ইতিহাসে তাবলীগের কাজের দায়িত্ব কোন পরবর্তী চিন্তা নয়। বরং প্রথম থেকেই এটা মুসলমানদের জন্য কর্তব্য বলে নির্ধারিত হয়েছিল যা কুরআনের (অসংখ্য) আয়াত থেকেই প্রতীত হয়।]

বস্তুতঃ বর্ণ, গোত্র, ভাষা ও ভৌগোলিক সীমা রেখার সকল বেড়া-জাল ছিন্ন ক'রে জাতীয়তাবাদ ও জাতি সত্তার সকল লড়াইয়ের অবসান ঘটিয়ে নিখিল মানবতার মুক্তির জন্যই আগমন ঘটেছিল ইসলামের এবং ইসলামের নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর। আদম ছিলেন সফীয়ুল্লাহ, নূহ ছিলেন নাজীয়ুল্লাহ, ইব্‌রাহীম ছিলেন খালীলুল্লাহ, মূসা ছিলেন কালীমুল্লাহ, 'ঈসা ছিলেন রুহুল্লাহ আর এঁদের হেদায়ত ছিল দেশ ও কালে সীমাবদ্ধ কিন্তু নবী মুস্তাফা ছিলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, আর্‌-রাসূল, সারা বিশ্বের রাসূল, সকল যুগের নবী ও হাদী। সে জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আল-কুর'আনে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছেন :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (السبا : ٢٨)

"(হে রাসূল!) আমি আপনাকে সমগ্র মানবের জন্য সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি কিন্তু অধিকাংশ মানব তাহা অবগত নহে।"

এবং সাথে সাথে তাঁর নবীকে আদেশ করেছেন,

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (الاعراف : ١٥٨)

www.waytojannah.net

(হে রাসূল!) "আপনি বলুন, ওহে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রাসূল—আকাশসমূহ ও পৃথিবী যাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত।"

প্রভু রাব্বুল আলামীনের মনোনীত ধর্ম ইসলাম (ইন্নাদ্ দীনা ইন্দাল্লাহিল ইসলাম) আর কোন গোত্র, বংশ, জনপদ বা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকল না বরং 'ইকমাল ও ইতমাম' লাভ করে নবুওতের পূর্ণত্ব তথা রিসালতের অবসান ঘটাল :

"The birth of Islam is the birth of inductive intellect. In Islam prophecy reaches its perfection in discovering the need of its own abolition. This involves the keen perception that life cannot forever be kept in leading string. That in order to achieve full selfconsciousness man must finally be thrown back on his own resources. The abolition of priesthood and hereditary kingship in Islam, the constant appeal to reason and experience in the Qur'an and the emphasis that it lays on nature and history as sources of human knowledge are all different aspects of the same idea of finality". (Iqbal : Reconstruction of Religious Thought in Islam)

[ইসলামের জন্ম দ্বারা পরীক্ষা প্রসূত অনুমান বা উপপাদনের বৈজ্ঞানিক প্রণালীর উদ্ভব সূচিত হইয়াছে। নবুওতের পূর্ণত্ব-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম স্বয়ং নবুওতের বিলোপ সাধনের প্রয়োজনও অনুভব করিয়াছে। অনন্তকাল ধরিয়া মানব জীবনকে স্বাধীন চিন্তা ও মনন-শীলতা হইতে বঞ্চিত করিয়া নির্দিষ্ট পরিচালনাধীনে নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখা যে সম্ভব নয়, নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির সহিত সেই সূক্ষ্ম অনুভূতি বিজড়িত রহিয়াছে। আত্মানুভূতির বিকাশ সাধনকল্পে পরিণামে মানুষকে

www.waytojannah.net

তাহার আপন সামর্থের উপরে নির্ভর করিতে হইবেই। ইস্‌লামে পুরোহিততন্ত্র ও বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ এবং কুরআন কর্তৃক যুক্তি ও অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব প্রদান করার জন্য পুনঃ পুনঃ উপদেশ এবং প্রকৃতি ও ইতিহাসকে মানবীয় জ্ঞানের উপাদানরূপে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ প্রভৃতি নবুওতের চরমত্ব প্রাপ্তির রূপায়ণ মাত্র।]

হাফেয ইবনুল কাইয়েম তাঁর অনবদ্য ও অননুকরণীয় ভাষায় এই সত্যেরই প্রতিধ্বনি করে বলেছেন ঃ

و تأمل حكمته تعالى فى ارسال الرسل فى امم واحدا بعد واحد كلما مات واحد خلفه اخر لحاجتها الى التابع الرسل والانبياء لضعف عقولها و عدم اكتفاءها باثار شريعة الرسول السابق‘ فلما انتهت النبوة الى سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله ونبيه ارساله الى اكمل الامم عقولا ومعارفا واصحها ازهانا واغزرها علوما‘ وبعثه باكمل شريعة ظهرت فى الارض منذ قامت الدنيا الى حين مبعثه‘ فاغنى الله الامة بكمال رسولها وكمال شريعتها و كمال عقولها وصحة اذهانها عن رسول ياتى بعده‘ اقام له من امته ورثة يحفظون شريعته و وكلهم بها حتى يردوها الى نظرائهم ويزرعوها فى قلوب اشباههم‘ فلم يحتاجوا معه الى رسول اخر ولا نبى ولا محدث اى ملهم -

"পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মধ্যে পর পর রাসূল প্রেরিত হওয়ার কারণ চিন্তা করিয়া দেখুন। একজন রাসূলের মৃত্যু ঘটিলে সঙ্গে সঙ্গে আর একজন তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইতেন। তদানীন্তন জাতিসমূহের বুদ্ধিবৃত্তির অপরিপক্কতা এবং পূর্ববর্তী রাসূলের প্রবর্তিত বিধানসমূহের অপ্রতুলতা নিবন্ধন পর পর রাসূলগণের আগমন অপরিহার্য ছিল। আমাদের নেতা আল্লাহর রাসূল ও নবী মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ (সাঃ) পর্যন্ত নবুওতের উক্ত পারম্পর্য যখন নিঃশেষিত হইল, আল্লাহ তাঁহাকে এমন এক যুগে প্রেরণ করিলেন যে যুগের মানুষ জ্ঞানের পরিপক্কতা,

www.waytojannah.net

বিচার বুদ্ধির বিচক্ষণতা, বুদ্ধি বৃত্তির সাম্য এবং বিদ্যার গভীরতায় পূর্ণতা অর্জন করিয়াছিল। ফলে পৃথিবীর সৃষ্টি দিবস হইতে তাঁহার যুগ পর্যন্ত যতগুলি শরীয়ত দুনিয়ার বক্ষে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্বয়ংসম্পূর্ণ বিধানসহ আল্লাহ তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমাদের রাসূল (সাঃ) এর সর্বাঙ্গ সম্পন্নতা, তদীয় শরীয়তের সম্পূর্ণতা, তাঁহার উম্মতের পরিপুষ্ট জ্ঞান এবং বিচার বুদ্ধির সমতা নিবন্ধন তাঁহার পর মানব জাতির জন্য অন্য আর কোন নবীর প্রয়োজন রহিল না। তাঁহার উম্মতের মধ্য হইতেই তদীয় স্থলাভিষিক্তগণকে রাসূলুল্লাহর (সাঃ) শরীয়তের রক্ষকরূপে আল্লাহ উত্থিত করিলেন এবং তাঁহাদের তুল্য ও সমশ্রেণীভুক্ত পরবর্তী দলের হস্তে উহা সঠিকভাবে পৌঁছাইবার এবং শরীয়তের প্রকৃত তাৎপর্য তাঁহাদের মনে বদ্ধমূল করাইবার দায়িত্ব সমর্পণ করিলেন। অতএব, রাসূলুল্লাহর (সাঃ) পর অন্য কোন রাসূল, নবী, মুহাদ্দাস ও মুলহিমের অর্থাৎ ঐশী ভাবধারকের আবির্ভাবের আবশ্যকতা ও সার্থকতা আর রহিল না।"

আল্লামা ইবনুল কাইয়েম কথিত এ'ওয়ারাসাদের' ভূমিকা, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে কিছু বলার পূর্বে আমি রাসূল করীম (সাঃ) এর তাবলীগী তৎপরতা সম্পর্কে আর একটি মাত্র আয়াত এখানে পেশ করতে চাই। আল্লাহ স্বয়ং তাঁর রাসূল (সাঃ)-কে বলেছেন :

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ
لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ - (المائدة : ٦٧)

"হে রাসূল, তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা প্রচার কর, যদি না কর তবে তো তুমি তাঁহার রেসালাতের দায়িত্ব পালন করিলে না।" (আল্ মায়েদা : ২৭ আয়াত)

www.waytojannah.net

আমরা পূর্বেই বলেছি যে, রাসূলুল্লাহ (দঃ) জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত—

و داعيا الى الله باذنه و سراجا منيرا (الاحزاب ٤٦)

"আল্লাহর দিকে তাঁর অনুমতিক্রমে তাঁর পথে আহ্বানকারী এবং উজ্জ্বল প্রদীপ" (আল্-আহ্‌যাব : ৪৬ আয়াত) এর ভূমিকায় অটল এবং অবিচল ছিলেন। মক্কী জীবনেই হোক আর মদনী যিন্দেগীতেই হোক মু'আল্লিম ও দা'ঈর এই পরম দায়িত্ব তিনি মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হননি। দা'ওয়াত ও তাবলীগের এই পবিত্র দায়িত্বের প্রতি তাঁর সার্বক্ষণিক সচেতনতারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বিদায় হজ্জে তাঁর বিশ্ববিশ্রুত ভাষণে যখন তিনি সেদিন আরাফাতের ময়দানে সমবেত লক্ষ জনতার কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলেন :

وانتم تسألون عنى فما انتم قائلون ؟ قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت فقال باصبعه السبابة يرفعها الى السماء اللهم اشهد' اللهم اشهد' ثلث مرات -

"তোমাদেরকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হ'বে। তোমরা কী বলবে? সকলে সমঃস্বরে বলে উঠল : আমরা সাক্ষ্য দেব যে আপনি (ইসলামের বাণী) পৌঁছিয়েছেন, আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন এবং সকলকে উপদেশ দান করেছেন। স্বীয় অংগুলি আকাশ পানে উত্থিত ক'রে রাসূলুল্লাহ (দঃ) তিনবার বললেন, প্রভো! তুমি সাক্ষী থেকো। প্রভো! তুমি সাক্ষী থেকো।"

১৮৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসে লণ্ডনের সুবিখ্যাত ওয়েষ্ট মিনিস্টার এ্যাবেতে প্রখ্যাত জার্মান প্রাচ্যবিদ ম্যাক্সমূলার যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার পর থেকেই সাধারণতঃ দুনিয়ার প্রধান প্রধান ধর্মগুলোকে মিশনারী ও নন-মিশনারী এ দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয় ভাগে ফেলা হয় ইহুদী, হিন্দু ও জোরস্ট্রীয় ধর্মকে এবং প্রথম ভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয় বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও ইসলাম ধর্মকে। ম্যাক্সমূলার মিশনারী বা তাবলীগমুখী ধর্মের একটা সংজ্ঞাও দিয়েছিলেন। তাঁর

www.waytojannah.net

মতে "যে ধর্মে সত্যের প্রচার ও প্রসার এবং অবিশ্বাসীদের দীক্ষিতকরণ সে ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বা তাঁর নিকট উত্তরসূরীরা একটি পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন ... ... বিশ্বাসীদের অন্তঃকরণে এটা সেই সত্যের অনুভূতি যা বিশ্বাসীদের চিন্তা, বাক্য ও কর্মে বিমূর্ত না হ'লে, ধর্মের বাণী প্রত্যেকটি মানুষের কাছে পৌঁছাতে না পারলে, যাকে তারা সত্য বলে উপলব্ধি করেছে সেটা বিশ্বের প্রত্যেকটি মানুষ কর্তৃক সত্য বলে স্বীকৃত ও গৃহীত না হ'লে যে ধর্মের অনুসারীরা স্বস্তি ও শান্তি পায়না" সেটাই হোল মিশনারী ধর্ম। এই সংজ্ঞার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বিশিষ্ট প্রাচ্যবিদ প্রফেসর T. W. Arnold মন্তব্য করেছিলেন, "It is such a zeal for the truth of their religion which has inspired the Muhammadans to carry with them the message of Islam to the people of every land into which they penetrate and that justly claims for their religion a place among those we term missionary" ... . (স্বধর্মের সত্যের প্রতি তাদের এ ধরনের আন্তরিকতাই মুসলমানদিগকে তাঁরা যে সব দেশে প্রবেশ করেছেন তার প্রত্যেকটিতে ইসলামের বাণী বয়ে নিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করেছে এবং এই আন্তরিকতাই যথার্থভাবে তাঁদের দীনকে সেই ধর্মসমূহের মাঝে আসন ক'রে দিয়েছে যেগুলোকে তাবলীগমুখী বলে আমরা অভিহিত করেছি।)

তাঁর মতে সকল নিরিখেই ইসলাম একটি তাবলীগমুখী ধর্ম এবং সূচনা থেকেই ইসলাম তাবলীগের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। তিনি আরও বলেছেন যে, ইসলাম প্রচারের ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যে সত্যটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে তা হোল যে, ইসলাম তরবারী ব'লে প্রচারিত হয়নি বা জোর ক'রে অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপর এ ধর্মকে চাপানও হয়নি বরং ইসলামের নিঃস্বার্থ,

www.waytojannah.net

ত্যাগী ও একনিষ্ঠ কর্মীরাই তাদের রসূলের আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে ইস্‌লামের দা'ওয়াত দেশ দেশান্তরে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর কাছে তুলে ধরেছে এবং ইসলামের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য, সহজ সরল বিশ্বাস, আন্তরিক আমল, বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা, বিশ্বমানবতা ও ভ্রাতৃত্বের উদাত্ত শিক্ষায় আকৃষ্ট হ'য়ে সকল যুগে এবং সকল দেশে দলে দলে লোক ইসলামের সুমহান পতাকাতলে এসে সমবেত হয়েছে।

ইবনুল কাইয়েম কথিত 'ওরাসা'রা আজকের বাংলাদেশে আরনল্ড কথিত missionary zeal এ কতটা বিভূষিত এবং তাঁদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে কতটা সচেষ্ট বা সচেতন এবারে আমরা তা সমীক্ষা ক'রে দেখব। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ জম্‌ঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক প্রকাশিত সাপ্তাহিক আরাফাতের একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ থেকে কিছুটা উধৃতি আপনাদের সামনে তুলে ধরার লোভ আমি সংবরণ করতে পারছিনা। উধৃতিটি একটু দীর্ঘ হ'লেও তা এতই প্রাসংগিক যে সেটা আপনাদের সামনে হূ ব হূ পেশ করছি :

"বেশ কিছু দিন হইতে বাংলাদেশের শহরে বন্দরে এবং গ্রামাঞ্চলের আনাচে কানাচে এবং প্রত্যন্ত প্রান্তে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে বিশেষ করিয়া মাদ্‌রাসা, মকতব, মসজিদ, মাজার, গোরস্থান প্রভৃতির উন্নতি কল্পে অন্তহীন 'মহফিলে ওয়াজ' 'ইসলামী সম্মেলন', 'ইসলামী কনফারেন্স' প্রভৃতি মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া চলিয়াছে। ইহা ছাড়া এই রবিউল আওওয়াল মাসে সিরাতুন্নবীর জলসা ও আলোচনা সভা, ইসলামের বিভিন্ন দিকের উপর আলোক-পাত করিয়া সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও সুধী সমাবেশের ঢল নামিয়া আসিয়াছে। তাবলীগ জামাতের ছোট বড় অসংখ্য ইজতিমা ছাড়াও টংগীতে বিশ্ব ইজতিমায় দেশী বিদেশী ওলামায়ে কেরামের বক্তৃতা শ্রবণ এবং মুনাজাতে অংশ গ্রহণের জন্য বিভিন্ন দিক হইতে বেশুমার

www.waytojannah.net

লোক জমায়েত হ'য়ে থাকে। বার্ষিক উরূস ও ইসালে সওয়াবের আয়োজন ও ধুমধাম ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। অপর দিকে বিভিন্ন ইসলামী সংস্থা, প্রকাশনী প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি পর্যায়ে ইসলাম সম্পর্কে বে-এন্তেহা বই পুস্তক ও কেতাবাদি প্রকাশিত হইয়া চলিয়াছে। কিন্তু এত কিছুর পরও প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে এই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, এই দেশের মানুষ, বিশেষ করিয়া কালেমাগো মুসলমান সত্যিকার ইসলামের পথে কতটা আগাইয়া আসিয়াছে? কিতাব ও সুন্নাহকে নিজেদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে বাস্তবায়িত করিতে কি পরিমাণ বদ্ধপরিকর হইয়াছে?

"এ প্রশ্নের জওয়াবে একথাই বলা যাইতে পারে যে, কিছু সংখ্যক লোক (যাহাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য) হয়ত কিছুটা আলোর সন্ধান লাভ করিয়া সত্যিকারভাবে ধর্ম কর্মে মনোনিবেশ করিয়াছে কিন্তু অধিকাংশ লোকের উপর এই সব অনুষ্ঠান কোন শুভ প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করিতে পারে নাই। অন্যায় অত্যাচার, অনাচার ব্যভিচার, ফিস্‌ক ফুজুর, পাশ্চাত্যের বেহায়াপনা এবং শির্ক ও বিদআত দ্রুত গতিতে বর্ধিত হইয়া চলিয়াছে। বাস্তব এবং কল্পিত ওলী আওলিয়ার মাজারসমূহের সংখ্যা যেমন বাড়িয়া চলিয়াছে, তেমনই উহাতে লোকের ক্রমবর্ধমান হুজুম; মোমবাতি, ধূপধুনা এবং ফুলের ডালা ও সিন্নীর নৈবেদ্য পেশ সহ সেজদায়ে তা'যিমীর জঘন্য শির্ক ও বহু বিদআতী কার্য্যকলাপের সমারোহে প্রকৃত ইসলামের দাফন ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া চলিয়াছে।"

আরাফাতের সুবিজ্ঞ সম্পাদক 'ইসলামের দাফন ক্রিয়া' সম্পর্কে যে খেদোক্তি করেছেন তা আমাদের দায়িত্বহীনতা ও ব্যর্থতার চিত্রটাকেই বরং উলঙ্গ ক'রে তুলে ধরেছে। এ কথা তো সর্বজন-বিদিত যে, এ উপ-মহাদেশে ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল বেসরকারী

www.waytojannah.net

উদ্যোগে—প্রধানতঃ নিবেদিত-প্রাণ কিছু আল্লাহর বান্দার অকুতোভয় তাবলীগী তৎপরতা ও নজিরবিহীন ব্যক্তিগত আদর্শ স্থাপনের মাধ্যমে। আজকে আমাদের বাজনা অনেক বেড়েছে কিন্তু খাজনার বড্ড অভাব দেখা দিয়েছে। শির্ক ও বিদআত, ফিসক ও ফুজুরের নোনা পানি তাওহীদ ও সুন্নাহর সবুজ ক্ষেতেও ঢুকে পড়েছে। ফলে গোটা সমাজটাই হয়ে পড়েছে রুগ্ন, পাণ্ডুর ও বিবর্ণ। দেশে ধার্মিক-তার ভড়ং যত বাড়ছে ভিতরটা ততটাই ফাঁপা হ'য়ে যাচ্ছে। আর এই অন্তঃসারশূন্যতার সুযোগ নিয়ে খৃষ্টান মিশনারী ভায়ারা তাদের জাল অনেক দূর বিস্তৃত ক'রে বসেছে। এ খবর আমরা অনেকেই হয়ত রাখিনা। এ দেশে মিশনারী তৎপরতার ইতিহাস সুদীর্ঘ। ১৭৭৫ সালে ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটির প্রতিনিধি উইলিয়াম কেরীর আগমনের পর থেকে ১৭৯৫ সালে দিনাজপুর, ১৮০৫ সালে যশোর, ১৮১৬ সালে ঢাকায়, ১৮২৮ সালে বরিশালে, ১৮৮১ সালে চট্টগ্রামে এবং ১৮৯১ সালে রংপুরে খৃষ্টান মিশন স্থাপিত হয়। ইংরেজ আমলে শাসকগোষ্ঠির সাথে মিশনগুলির অশুভ আঁতাত সর্বজনবিদিত। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এদের কেউ কেউ মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে ভূমিকা গ্রহণের সুবাদে স্বাধীনতা-উত্তরকালে মিশনারীরা বাংলাদেশে অনেক সুযোগ সুবিধা লাভ করেছে এবং নামে বেনামে জেঁকে বসেছে। ১৯৮১ সালের এক সমীক্ষা মতে (Christian mission in Bangladesh: A Survey, The Islamic Foundation, Leicester, 1981) স্বাধীনতা পরবর্তী কয়েক বছরে এ দেশে মুসলমান থেকে খৃষ্টান হয়েছে ৫০,০০০ থেকে ৬,০০,০০০ ব্যক্তি। এ সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া দুষ্কর। বাংলাদেশে বাইবেল সোসাইটির Mr.C.R. Baroi-কে লিখিত এক গবেষকের চিঠির জওয়াবে তাঁর তরফ থেকে লণ্ডনস্থ বাইবেল সোসাইটি এ সম্পর্কে যে পত্র লিখেছিলেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। চিঠিতে বলা হয়েছে,

www.waytojannah.net

"Certain information about Bible distribution in Third World Countries is available in statistical form, but whether or not it is always wise to publish it widely is another matter. In many countries, for example, where the government is not, or not principally, Christian, publicity about Christian missionary work can actually hinder the work, because high officials react in a hostile manner.

Whilst I am in no way suggesting any form of censorship, I am sure, you will agree that information which stops the spread of Good News should be handled responsibly. I would, therefore, be grateful to have from you further information about the Book you are writing, for example, the intended readership, the publisher and so on ... ..."

(তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে বাইবেল বিতরণ সম্পর্কিত কিছু তথ্য পরিসংখ্যান আকারে আমাদের কাছে আছে কিন্তু সে তথ্য খোলাখুলিভাবে সব সময় প্রকাশ ও প্রচার করা বিজ্ঞোচিত হ'বে কি না তা আলাদা ব্যাপার। অনেক দেশে, উদাহরণতঃ যেখানের সরকার মোটেই বা প্রধানতঃ খৃষ্টান নয়, সেখানে খৃষ্টান মিশনারী কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রচার বস্তুতঃ প্রচারণা কাজকেই বিঘ্নিত করতে পারে, কারণ (এরূপ ক্ষেত্রে) উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হ'য়ে থাকে।

যদিও আমি কোনভাবে (এ সম্পর্কে) সেনসরশীপ আরোপের কথা বলছিনা তবু, আমি নিশ্চিত যে আপনি আমার সাথে একমত হ'বেন যে, যে তথ্য (প্রকাশিত হ'লে) সুসমাচার প্রচার বন্ধ হ'তে পারে তা সতর্কভাবে ব্যবহার করা উচিত। অতএব আমি কৃতজ্ঞ হ'ব যদি

www.waytojannah.net

আপনি যে বই লিখছেন সে সম্পর্কে আমাকে আরও তথ্য, যথা কাদের জন্য এই বই লিখা হচ্ছে, প্রকাশকই বা কে ইত্যাদি খবর জানান।)

ঢাকা থেকে প্রকাশিত অপর এক সমীক্ষায় বলা হ'য়েছে, "বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পঙ্গপালের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে আসে বিদেশী মিশনারী ও খৃষ্টান সাহায্য সংস্থাগুলো। তারা ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। তৎপর হয় বড় বড় শহরে, গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে, পার্বত্য চট্টগ্রামের গহীন বনে। দুর্গম পাহাড়ে ও গারো এলাকায়। দিনাজপুরের যেখানে গরুর গাড়ী ছাড়া আর কোন যানবাহন চলেনা, সেখানেও। সেখানেও মিলবে ক্রস আঁকা গীর্জা। দেখা যাবে তাদের হাসপাতাল, ডিসপেনসারী ও ক্লিনিক। পাওয়া যাবে মিশন স্কুল আর সেবা কেন্দ্র। অবাধে মিশবে, খাবে, খাওয়াবে মিশনারী নারী পুরুষরা— দ্বারে দ্বারে যীশুর বাণী ও প্রলোভনের হাতছানী নিয়ে। বয়সে নবীন-নবীনারাই বেশী। চাল-চলন প্রায় সবারই আপত্তিকর। গতিবিধি সন্দেহজনক। তারা তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্য বিস্তারের লুকানো উদ্দেশ্যে। ফলও পাচ্ছে হাতে-নাতে। এদের প্রলোভনে অসংখ্য সাঁওতাল, গারো, চাকমা প্রভৃতি উপজাতি, হিন্দু, এমনকি বহু মুসলমানও খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে। পশ্চিমা সাম্রাজ্যের ভিত্ মজবুত হয়েছে এদেশের মাটিতে। এরা সাম্রাজ্যবাদী এজেন্ট। সাহায্যের নামে লগ্নী করছে অঢেল পরোক্ষ পুঁজি। এরা পশ্চিমা সংস্কৃতি রফতানী করছে এদেশের গণ-মানসে, বিশেষ ক'রে উঁচুতলার লোকদের মধ্যে। সংগৃহীত তথ্যমতে বর্তমানে বাংলাদেশে এদের সাহায্য সংস্থা প্রায় পৌনে দু'শ'টি। দেশী খৃষ্টান মিশনারীদের ৩৩টি। বাকীগুলো বিদেশী খৃষ্টানদের। ১৮টি আন্তর্জাতিক। সর্বাধিক সংখ্যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। ৩টি বৃটেনের, ৩টি সুইডেনের, ২টি ক'রে ভারত, অষ্ট্রেলিয়া ও জার্মানীর,

www.waytojannah.net

১টি ক'রে আছে ফ্রান্স ও কানাডার। এর অধিকাংশই সরাসরি মিশনারী সংস্থা। বাকীগুলো দেখতে ধর্মনিরপেক্ষ হ'লেও পরোক্ষ মিশনারী সংস্থাগুলোর যোগসাজশে খৃষ্ট ধর্ম প্রচারের ও সাম্রাজ্যবাদ প্রসারের কাজই ক'রে যাচ্ছে।"

মিশনগুলো কাজ ক'রে বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন ফ্রণ্টে। আমাদের মত দারিদ্র-পীড়িত দেশে তারা অভাব অনটন, ক্ষুধা তৃষ্ণা, রোগ মারী, খরা বন্যা, অজ্ঞানতা অশিক্ষা প্রভৃতির সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ ক'রে। ভালবাসা, সেবা, চিকিৎসা, শিক্ষা বিস্তার, ত্রাণ ও উন্নয়নমূলক কর্ম-তৎপরতা ইত্যাদির মাধ্যমে লোকের হৃদয় জয় ক'রে সেই কৃতজ্ঞ মনে খৃষ্ট ধর্মের বীজ বপন ক'রে। সে বীজকে তারা পরবর্তীতে সযত্নে লালন করে যাতে সেটা একটা সুস্থ ও সতেজ বৃক্ষে পরিণত হয়। তাদের রয়েছে 'জগতজোড়া লিটারেচার ক্রুসেড'। World literature Crusade, Christian literature Crusade এবং Moody Literature Crusade এর মত প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায় দু'শ'টি ভাষায় খৃষ্টান পুস্তক পুস্তিকা প্রণয়ন, প্রকাশ ও প্রচার ক'রে থাকে।

পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে মিশনারীরা তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর উন্নয়নে অংশ গ্রহণ করছে। এ সম্পর্কে সার্বিক ভিত্তিতে তারা একটা নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তাদের দৃষ্টিতে এই অংশ গ্রহণ হোল, 'Participation in God's dynamic action'। তাদের পরিগৃহীত নীতির দু'টো দিক হো'ল: (১) "The outward preservation and dynamic transformation of the World through structures and human reasons" এবং (২) "Inner renewal of sinful, egocentric man through the Gospel of Jesus Christ"। এই দ্বিমুখী উদ্দেশ্য সামনে রেখে তারা যখন সাহায্য ও সহযোগিতার হাত দরিদ্র দেশগুলোর দিকে প্রসারিত ক'রে, তখন ক'টা সরকারই বা তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারে?

www.waytojannah.net

মিশনারীরা একমাত্র তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোতেই যে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে এ কথা ভাবলে একটা বড় রকমের ভুল করা হবে। বরং তারা যেখানে যে সুযোগ রয়েছে সেখানে তার পুরোপুরি ব্যবহারে তৎপর। উদাহরণ স্বরূপ জার্মানীতে কর্মরত বিদেশ প্রধানতঃ তুর্কী থেকে আগত মুসলমানদের জন্য উদ্ভাবিত 'Orient-dienst' কর্মসূচীর উল্লেখ করা যেতে পারে। তাদের লক্ষ্য হোল:

"The orientdienst is a free co-operative association Protestant mission organisation. It aims particularly at the foreigners in the Federal Republic of Germany, that come from the area of Islam, i. e. the orientals and especially the Turks who are the strongest group among them (approx. 1. 4 million). These people so far have not heard the Gospel, or heard or seen it only insufficiently from Christians. And I believe if God has not only given us the missionary task but also place the mission field right in front of our doors, it is disobedience and hidden egoism to reserve the glory of the living God to myself or ourselves instead of opening our hearts and houses to these people who need love just as Jesus did."

শুধু মিশনারীরাই যে ইসলাম-বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত এ কথা আমি আদৌ বলি না। তবে তারা যে সব চেয়ে সংহত ও সঙ্ঘবদ্ধ এবং অর্থ, লোকবল, অভিজ্ঞতা ও resource সমৃদ্ধ এটা তো স্বীকৃত সত্য। সে কারণেই তাদের সম্পর্কে দুটো কথা আমাকে বলতে হ'ল এই আশায় যে, আমাদের আসহাবে-কাহ্‌ফী ঘুম হয়ত ভাঙ্গবে। বাস্তবতা সম্পর্কে আমরা হয়ত জেগে উঠব এবং বেশী দেরী হবার আগেই ঘর সামলানোর দিকে নজর দেব। আমাদের অনেকেরই একটা ফখর আছে

www.waytojannah.net

যে মুসলমানদের ধর্মান্তরকরণ অসম্ভব। তাদের ঈমানের বর্ম ভেদ করে মর্ম স্পর্শ করা কোন বিজাতীয় ধর্মবিশ্বাস বা সংস্কৃতির পক্ষেই সম্ভব নয়। একটু চিন্তা করলেই আমরা বুঝতে পারব আমাদের এ ধারণা কতটা ভ্রান্ত। নিয়মিত যত্নের অভাবে মরচে ধরে বর্ম ইতিমধ্যেই ঝাঁজরা হ'য়ে গেছে আর সেই ছিদ্রপথে ঢুকে পড়েছে অবিশ্বাস ও সন্দেহ, ফিস্‌ক ও ফুজুরের বিষ বাষ্প। মনে রাখতে হ'বে মিশনারী তৎ-পরতার মারাত্মক কুফল হ'ল দেশে দেশে পরাশ্রয়ী পাশ্চাত্যমুখী, নিজস্ব ধর্ম-সমাজ-ইতিহাস-কৃষ্টি বিমুখ আগাছা সম এমন একটি জন-গোষ্ঠীর সৃষ্টি স্বদেশের চেয়ে পরদেশের প্রতি যাদের আনুগত্য হয় বেশী।

দা'ওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব কোন ব্যক্তি, সমাজ, দেশ বা রাষ্ট্রে সীমাবদ্ধ নয়। প্রতিটি মুসলিমকে এ দায়িত্ব পালন করতে হ'বে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রসিদ্ধ হাদীস : كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته

"তোমরা প্রত্যেকেই তত্ত্বাবধায়ক এবং তোমাদের প্রত্যেকই তাহার অধীনস্থদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে।" এ ব্যাপারে কারও ক্ষেত্রে কোন exception করা হয়নি। আমীর, ফকির, ধনী, নির্ধন, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলকেই স্ব স্ব সাধ্যানুসারে এ খেদমত আনজাম দিতে হ'বে। অনুরূপ-ভাবে আল-আম্‌র বিল মা'রূফ ওয়ান্‌নাহ্‌ঈ আনিল মুনকার' সম্পর্কেও হুজুর (সাঃ) এর হাদীস : - من راى منكم منكرا فليغيره بيده الخ

"তোমাদের মধ্যে যে কেহ কোন অন্যায় দেখিবে তাহার উচিত হইবে তাহার হস্ত (শক্তি) দ্বারা উহার পরিবর্তন করা"·· শেষ পর্য্যন্ত। দ্ব্যর্থহীন ও স্পষ্ট। মাদ্‌রাসার শ্রেণীকক্ষে বসে এ হাদীস পড়লে বা খুতবার মিম্বার থেকে এ সম্পর্কে শুনলেই দায়িত্ব শেষ হ'বে না। এর উপর 'আমল করতে হ'বে পুরোপুরি এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে।

এ দায়িত্ব যথাযথ পালনের পূর্ব শর্ত হোল মুসলিম জাহানের ঐক্য ও সংহতি—যে সংহতির উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিল ঐতিহাসিক মক্কা ঘোষণা এভাবে :

www.waytojannah.net

"ইসলামের ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে পবিত্র মক্কা নগরীর মহতী এই সম্মেলনে সমবেত হ'য়ে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে আমরা আমাদের সংহতি জোরদার এবং আমাদের পুনর্জাগরণের পদ্ধতিকে গতিশীল করার সংকল্প ঘোষণা করছি।"

ঘোষণায় আরো বলা হয়েছিল :

"এক পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে ইসলাম, ইসলামী আদর্শ ও ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি অনড় ও নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য এবং অনুসরণই বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে মুসলানদের নিরাপত্তার সবচেয়ে বড় গ্যারান্টি। ইসলামের পথই একমাত্র পথ যে পথ শক্তি, সম্মান, সমৃদ্ধি ও সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে আমাদের পরিচালিত করবে। ইসলামই শুধু মুসলিম উম্মাকে বস্তুবাদের যন্ত্রণাদায়ক সায়লাব থেকে বাঁচিয়ে মুসলিম উম্মার স্বকীয়তাকে সমুন্নত এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে। এবং ইসলামই মুসলিম জনতা ও তাদের নেতৃবৃন্দের জন্য এক অতুল শক্তির সঞ্জীবনী সুধা"।

এই প্রত্যয়দৃপ্ত ঘোষণাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে মুসলিম জাহানের সকল আভ্যন্তরীণ ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে এবং সকল বিরোধ ও বিরোধিতার ইতি টেনে ঐক্যবদ্ধভাবে কাওম ও মিল্লতের ঐহিক ও পারলৌকিক কল্যাণের জন্য আমাদের কাজ করতে হ'বে। প্রেক্ষিতের পরিবর্তন ঘটেছে। আমাদের স্ট্র্যাটেজিরও পরিবর্তন করতে হ'বে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ মেহেরবানীতে মুসলিম দেশগুলোর অনেকগুলিই প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। তাদের এই সম্পদ থেকে বৃহত্তর মুনাফা লুটছে পাশ্চাত্যের গুটিকয়েক ধনিক দেশ। এই বিপুল সম্পদ মুসলিম দেশসমূহের নিজের ও মুসলিম উম্মার উন্নতি ও প্রগতিতে নিয়োজিত হ'লে আল্লাহর অমর বাণী انما المؤمنون اخوة "নিশ্চয় মুমিনগণ এক ভ্রাতৃসমাজ" এবং নবীজীর শ্বাশত বাণী والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون اخيه -

www.waytojannah.net

"বান্দা যাবৎ তদীয় ভ্রাতাকে সাহায্য ক'রে আল্লাহও তাবৎ বান্দাকে সাহায্য করেন" এর যথার্থ বাস্তবায়ন হ'ত।

দেশে ও বিদেশে মুসলিম ও অমুসলিম সমাজে দা'ওয়াত ও তাবলীগের নিয়ম পদ্ধতি নিয়ে আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করতে আর মিলিত ও সমন্বিত নীতি ও কৌশল পদ্ধতি এবং অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হ'বে। মুসলিম ও অমুসলিম দেশে দা'ওয়াতের ধারা এক হ'তে পারে না। তেমনি উন্নত ও অনুন্নত, শিক্ষা দীক্ষায় অগ্রসর ও অনগ্রসর দেশ বা জনপদের জন্যও দা'ওয়াতের স্ট্রাটেজি—প্রেক্ষিত ও উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রতি লক্ষ্য রেখে ভিন্ন ভিন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। ঐ সাথে আমাদের হাল যামানার দা'ঈ এবং মুবাল্লিগগণকে দীনী ইল্‌মের সাথে সাথে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, দেশ বিদেশের ইতিহাস, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, অর্থ-নৈতিক কাঠামো, রাজনৈতিক হালচাল এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে হ'তে হ'বে পরিচিত। তাদেরকে সমসাময়িক দুন্‌য়ার নাগরিক হ'তে হ'বে, আমি আবারও বলছি, তাদেরকে সমসাময়িক দুন্‌য়ার নাগরিক হ'তে হ'বে অর্থাৎ বর্তমানের ভাষায় তাঁদেরকে কথা বলতে হ'বে যে ভাষা সহজে বোধগম্য হ'বে তাদের কাছে যাদের কাছে ইসলামের দা'ওয়াত নিয়ে তাঁরা যাবেন। ভাষা এখানে আমি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করছি এবং এই অর্থেই হয়ত আল-কুরআনে তা ব্যবহৃত হয়েছে যখন বলা হয়েছে :

وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدى من يشاء وهو العزيز الحكيم - (ابراهيم : ٤)

"আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তাহার স্বজাতির ভাষাভাষী করিয়া পাঠাইয়াছি তাহাদিগের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করিবার জন্য ; আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।"

www.waytojannah.net

আয়াতে বর্ণিত لتبين لهم "পরিষ্কার ভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য" এর দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করতে হ'লে দাওয়াত কর্মীকে তাঁর উদ্দিষ্ট সমাজের সাথে আত্মিক যোগ স্থাপন করতে হ'বে। তবেই তাঁর প্রচেষ্টা হ'বে সফল ও সার্থক।

আর একটি বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক ও সাবধান হ'তে হ'বে। সেটা হ'ল দাওয়াত কর্মীদের চরিত্র, আখলাক এবং জনগণের সাথে তাদের আচার আচরণ—মু'আমালাত। স্মর্তব্য যে, ইংরেজী প্রবাদ example is better than precept 'উদাহরণের চেয়ে দৃষ্টান্ত শ্রেয়' এখনও পৃথিবীর সকল সমাজে সমভাবে প্রযোজ্য। যাঁর প্রতিভূ ও প্রতিনিধিরূপে আমাদের দা'ঈ ভাইরা লোকের দ্বারে সমুপস্থিত হ'বেন তিনি স্বয়ং আল্লাহ পাকের সাক্ষ্যমত ছিলেন মহোত্তম চরিত্রের অধিকারী,

وانك لعلى خلق عظيم (القلم : ٤)

এবং তাঁর মধ্যেই নিহিত ছিল বিশ্বের সুন্দরতম দৃষ্টান্ত ও আদর্শ।

لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة (الاحزاب : ٢١)

অতএব, যাঁরা তাঁর শিক্ষা প্রচারে ব্রতী হ'বেন, তাঁর হেদায়তের প্রতি লোকদের আহ্বান করবেন তাঁরা আদর্শ চরিত্রের অধিকারী হ'বেন, ঈমানে ও আমলে, আকীদায় ও আচরণে এবং কথায় ও কাজে। তাঁদের কথা ও কাজের মধ্যে যদি ফারাক থাকে তবে তাঁরা কখনই ঈপ্সিত ফল লাভ করতে পারবেননা।

সফল দা'ওয়াতের জন্য আরও প্রয়োজন মিষ্টভাষিতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। আল্লাহ পাক তাঁর নবী মূসা ও হারুণকে শিক্ষা দিচ্ছেন :

اذهبا الى فرعون انه طغى ○ فقولا له قولا لينا لعله

يتذكر او يخشى (طه : ٤٣-٤٤)

www.waytojannah.net

"(তোমরা দুজন ফিরআওনের নিকট গমন কর, সে তো সীমা লংঘন করিয়াছে। তোমরা তাহার সহিত নম্র ভাষায় কথা বলিবে, হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করিবে অথবা ভয় করিবে।)"

মিষ্ট ভাষা লোকের অন্তর জয় করে এবং হৃদয় স্পর্শ করে, অপর পক্ষে কটু ভাষা তাকে দূরে সরিয়ে দেয়। সে কারণেই দা'ওয়াত কর্মীকে বাধ্য হয়ে কারও সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হ'লে পরও তাকে মিষ্ট ভাষায় হিকমত ও যুক্তির সাথে তার বক্তব্যকে তুলে ধরতে হ'বে। আল্লাহ বলেন;

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم
بالتى هى احسن ۝ (النحل : ١٢٥)

"(তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাহাদের সহিত বিতর্কে অবতীর্ণ হও উত্তম পদ্ধতিতে।)"

দা'ওয়াতের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অসহিষ্ণু ও অধৈর্য্য হয়ে পড়লে দা'ওয়াতের উদ্দেশ্য হ'বে পণ্ড। আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এর পূত চরিত্র থেকে আমাদের পাঠ গ্রহণ করতে হ'বে। শত অত্যাচার ও উৎপীড়নে তাঁরা কিভাবে কর্তব্য পথে অবিচল থেকেছেন সেটা স্মরণ রাখতে হ'বে এবং ধীরস্থির, সংযত ও সমাহিত চিত্তে কিভাবে তাঁরা হঠকারীদের শত উস্কানির মুকাবিলা করেছেন তা থেকে আমাদের সবক নিতে হ'বে। এ পর্য্যায়ে হযরত ইবরাহীম প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে নমরূদকে বিতর্কে কিভাবে সম্পূর্ণ পরাভূত করেছিলেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

আল্লাহ বলেন,

'الم تر الى الذى حاج ابرهم فى ربه ان اتاه الله الملك'
'اذ قال ابرهم ربى الذى يحى ويميت قال انا احى واميت'

www.waytojannah.net

قَالَ اِبْرٰهِيْمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَأْتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِيْ كَفَرَ، وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○

(البقرة : ٢٥٨)

("তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখ নাই যে ইবরাহীমের সহিত তাহার প্রতিপালক সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হইয়াছিল যেহেতু আল্লাহ তাহাকে কর্তৃত্ব দান করিয়াছিলেন? যখন ইবরাহীম বলিল, তিনি আমার প্রতিপালক যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান, সে বলিল, 'আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই।' ইবরাহীম বলিল, 'আল্লাহ সূর্যকে পূর্বদিক হইতে উদয় করান, তুমি উহাকে পশ্চিম দিক হইতে উদিত কর। অতঃপর যে সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল সে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।")

এর পরবর্তী যে বিষয়টি সম্পর্কে প্রত্যেক দা'ঈ ভাইকে সাবধান হ'তে হ'বে সেটা হ'ল ইখলাস। ইখলাস না থাকলে দুনয়াতে কোন কাজই সফল হ'তে পারে না এবং তাতে কোন বরকতও থাকে না। তাবলীগ হ'বে সম্পূর্ণ আল্লাহর জন্য। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থ চরিতার্থতার জন্য যে তাবলীগ সে তাবলীগ মাসনূন তাবলীগ নয়। নাম ও জাহ্ অর্থ ও প্রতিপত্তির জন্য যে দা'ওয়াত তা আল্লাহ পাকের অভিপ্রেত দা'ওয়াত নয়। তাঁর অনুমোদন ও আশীর্বাদ লাভ করবে সেই প্রচার ও দা'ওয়াতী তৎপরতা যা হবে সম্পূর্ণই স্বার্থশূন্য ও কলুষ-মুক্ত এবং সর্বতোভাবে আল্লাহতে নিবেদিত।

আল্লাহ বলেন,

قُلْ لَّا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا (الانعام : ٩٠)

www.waytojannah.net

"(বল, ইহার জন্য আমি তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাহি না।)"

ভুখা মানুষ ক্ষুধার কথাটাই আগে বোঝে এবং বলে। নাঙ্গা মানুষের কাছে লজ্জা নিবারণের সমস্যাটাই সবচেয়ে বাস্তব ও প্রকট। রোগ পীড়িত নিঃস্ব মানুষটি তার চিকিৎসার জন্যই সবচেয়ে উৎকণ্ঠিত। এদের কাছে শুধু ধর্মের কথা বললে হয় তারা সেটা বোঝেনা অথবা বোঝার মত মানসিকতা তারা হারিয়ে ফেলেছে। মিশনারী ভদ্র-লোকেরা মানুষের জৈবিক প্রয়োজন ও 'বেসিক নীড্‌স' এর বিষয়টি পুরোপুরিভাবে হৃদয়ঙ্গম ক'রে তাদের পেটের মধ্য দিয়ে হৃদয়ে প্রবেশের 'শর্ট কাট' পথটি বেছে নিয়েছে। অথচ যে নবী দীন ও দুনয়াকে একত্রিত ক'রে ধর্ম ও কর্মকে একই রাখি বন্ধনে বেঁধে মানুষের ইহলৌ-কিক কল্যাণ ও পারলৌকিক সাফল্যের স্বর্ণ সোপান তৈরী করেছিলেন সেই নবীর উত্তরাধিকারীরা হয় দুনয়াকে শয়তানের হাতে সঁপে দিয়ে মসজিদের চার দেয়ালের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে, নয় মসজিদকে জীবন থেকে নির্বাসন দিয়ে দুনয়াদারীর মধ্যেই চরম চরিতার্থতা খুঁজছে।

خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين - (الحج : ١١)

মুসলমানদেরকে তাদের হারানো সমন্বিত জীবনের সূত্র আবার আবি-ষ্কার করতে হ'বে। তাদের সৌভ্রাতৃত্ব, সহানুভূতি ও সমমর্মিতাকে আবার পুনরুজ্জীবিত করতে হ'বে। মুসলমানকে আবার সত্যিকার অর্থে মুসল-মানের ভাই المسلم اخوا المسلم (এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই) হ'তে হ'বে। সমাজের বিত্তশালীদের বিত্তহীনদের প্রতি করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ না ক'রে কুরআনের বাণী و فى اموالهم حق للسائل و المحروم "তাদের ধন সম্পদে সায়েল ও বঞ্চিতদের হক রয়েছে" যথাযথভাবে বাস্তবায়িত ক'রে দুঃখ দুর্দশা লাঘবে ব্রতী হ'তে হ'বে। অপমানে সবার সমান না হ'য়ে মানে ও মর্যাদায় আমরা সকলে সমান

www.waytojannah.net

হ'বার সংকল্প গ্রহণ করতে পারি। নিরন্নকে অন্নদান, বস্ত্রহীনের জন্য বস্ত্রের ব্যবস্থা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য থেকে বঞ্চিতদের জীবনে শিক্ষার আলো ও স্বাস্থ্যের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের সাথে দা'ওয়াত ও তাবলীগ যদি সংযুক্ত হ'তে পারে তবে সে তাবলীগ হ'বে দুর্বার ও কালজয়ী। এর জন্য প্রয়োজন সংগঠন ও সদিচ্ছার। সে বিষয়ে একটু প'রে বলছি।

বর্তমান যুগে প্রচার মাধ্যমের যে অভাবিতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে দা'ওয়াত ও তাবলীগকর্মীদের তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ সমীচীন হ'বে। মুখে মুখে দা'ওয়াতের দিন অতিক্রান্ত না হ'লেও অবস্থার প্রভূত পরিবর্তন ঘটেছে। দেশে শিক্ষার বিস্তার ঘটছে এবং পড়ুয়া লোকদের সংখ্যা বাড়ছে। বিভিন্ন স্তরের পাঠকদের মানসিক প্রস্তুতি ও চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে "এপ্রোপ্রিয়েট লিটারেচার" তৈরী করতে হ'বে। মুসলিম জাহানের অভিজ্ঞতা থেকে যেমন আমরা উপকৃত হ'ব তেমনি আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে ও নিজস্ব প্রেক্ষিতে সমকালীন জিজ্ঞাসাগুলোকে সামনে রেখে আমাদের সৎ সাহিত্য সৃষ্টি করতে হ'বে। এতে মৌলিক গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি অনুবাদ সাহিত্য এবং বিভিন্ন ব্যবহারিক বিষয়ে সুলিখিত পুস্তক পুস্তিকাও স্থান পাবে। পুঁথি পুস্তক বা পত্র পত্রিকা প্রকাশ ক'রেই আমাদের দায়িত্ব শেষ হ'বে না। বরং ঐ সাথে রেডিও ও টেলিভিশন আমাদের সামনে সম্ভাবনার যে সুযোগ খুলে দিয়েছে তারও সদ্ব্যবহার করতে হ'বে। ইসলাম ও মুসলিম জীবন সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ ডকুমেণ্টারী ফিল্ম ও ক্যাসেট তৈরী ও প্রচারের মাধ্যমে জন সাধারণের মাঝে ইসলাম, ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, মুসলিম জাহান ও মুসলিম জীবন সম্পর্কে সঠিক তথ্য পরিবেশন ক'রে শুধু যে জানার পরিধিই বাড়বে তাই নয় বরং বহু ভ্রান্ত ধারণারও ঘটবে অবসান।

এখন আমি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করব সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সেই বিষয়টির প্রতি যার অভাবে আমাদের বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত উদ্যোগ ঈপ্সিত ফল লাভে হচ্ছে ব্যর্থ। অতীতে হয়ত ব্যক্তিগত উদ্যো-

www.waytojannah.net

সেই দেশে বিদেশে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে। মিশনারীদের মত কোন সংগঠনের প্রয়োজন তেমন প্রকটভাবে দেখা দেয়নি। কিন্তু আজ অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে এবং পরিবর্তিত অবস্থায় আমরা তাবলীগ ও দা'ওয়াতের কৌশল যদি পরিবর্তন না করি তবে আমরা আমাদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারব না। সে কারণেই আমাদের স্মরণ করতে হ'বে কুরআনের শাশ্বত বাণী :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (ال عمران : ١٠٤)

"এবং তোমাদের মধ্যে এমন একদল হউক যাহারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করিবে এবং সৎ কার্যের নির্দেশ দিবে এবং অসৎ কার্যে নিষেধ করিবে, ইহারাই সকলকাম।" (আলে ইমরান—৩ : ১০৪)

জনগণ তখনই জনশক্তিতে পরিণত হয় যখন তারা সংঘবদ্ধ ও সংগঠিত হয়। সংগঠন ছাড়া বর্তমান দুনিয়ায় সফলতা অর্জন প্রায় অসম্ভব। বাতিল শক্তি যেখানে পরস্পরের সাথে হাত মিলাচ্ছে—দুনিয়া থেকে ধর্ম, আদর্শ ও মূল্যবোধের উৎখাত ঘটিয়ে permissive society স্থাপন করতে, সেখানে ইসলামের খাদেমরা সত্যের প্রচারে, ইলাহী বিধান স্থাপনে, আল্লাহর মনোনীত ধর্মকে জয়ী করতে, রসূলের শিক্ষাকে সমুন্নত রাখতে, তাদের আভ্যন্তরীণ ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে তওহীদের পতাকাতলে সমবেত হ'তে এত দ্বিধাগ্রস্ত কেন? একক ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বিরোধী শক্তির যথাযথ মোকাবিলা সম্ভব নয়। তওহীদপন্থী সবাইকে ঐক্যের বলে বলীয়ান হ'য়ে জামা'আত ও জমঈয়তকে সুসংহত ও সংগঠিত ক'রে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানযিলে মাকসুদের দিকে এগিয়ে যেতে হ'বে দৃপ্তপদে। এই সংগঠন ও সহযোগিতা জাতীয় গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না বরং একে সম্প্রসারিত করতে হ'বে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। মুসলিম উম্মাহর সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে একদিকে যেমন আমরা

www.waytojannah.net

আত্মসমীক্ষা ও আত্মশুদ্ধিতে হ'ব উদ্যোগী, তেমনি আমাদের অভিযান চলবে বিশ্বধর্ম ইসলামকে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরার। আল্লাহ আমাদের সহায় হ'বেন।

ডেলিগেট বন্ধুগণ,

এই গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় কনফারেন্সে আমি আপনাদের সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আমরা ভাগ্যবান যে, জমঈয়তের ইতিহাসের এই যুগান্তকারী অধিবেশনে যোগদানের তওফীক আমরা লাভ করেছি। এ অধিবেশনের গুরুত্ব এ জন্য নয় যে, এই প্রথমবারের মত জমঈয়ত তার নিজস্ব মালিকানাধীন এলাকায় এ রকম একটা সম্মিলনের আয়োজন করতে সমর্থ হয়েছে যেখানে আল্লাহর ফজলে গড়ে উঠছে মসজিদ-মাদ্রাসা-গ্রন্থাগার-মিলনায়তনের একটি সুন্দর কমপ্লেক্স, এজন্য নয় যে, এ অধিবেশনে বন্ধু ও ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ থেকে মাননীয় মেহমানানে কেরাম যোগদান ক'রে আমাদের সরফরায করেছেন, এ জন্যও নয় যে, এই প্রথমবারের মত রাজধানী শহরে এই কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হচ্ছে, বরং আমার মতে এ কারণে যে প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের এমন এক সম্ভাবনাময় পর্য্যায়ে জমঈয়ত এসে দাঁড়িয়েছে যে ঈমান ও আমান, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা, বিশেষ ক'রে রাব্বুল 'আলামীনের মংগল ইচ্ছার পরে পূর্ণ আস্থা ও তাওয়াক্কোল নিয়ে সুচিন্তিত ভবিষ্যৎ কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা এক নবযুগের সূচনা করতে পারি। তানযীম, তাবলীগ, তাসনীফ ও তা'লীম—জমঈয়ত পরিগৃহীত এই চারটি কর্মক্ষেত্রেই আমরা তাঁরই কৃপায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভে সমর্থ হয়েছি। সাংগঠনিক অধিবেশনে ইনশা আল্লাহ এ সম্পর্কিত রিপোর্ট আপনাদের সমীপে পেশ করা হ'বে। জমঈয়ত এখন নতুন কিছু উদ্যোগ গ্রহণে আগ্রহী। তরুণ ও যুবকদের মাঝে জমঈয়তের পয়গাম তুলে ধরতে হ'বে। লা-দীনী সেকুলারিজমের বিষ বাষ্প থেকে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের হেফাযত করতে হ'বে। এদের মনে আমাদের 'আকীদা ও 'আমল, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে গৌরব

www.waytojannah.net

বোধ জাগ্রত করতে হ'বে। অনুরূপভাবে আমাদের গঠনতন্ত্রে বর্ণিত ব্যবস্থানুযায়ী আমাদের মা বোনদেরকেও সংগঠিত করতে হ'বে। এ সকল বিষয়ে ওয়ার্কিং কমিটি আপনাদের বিবেচনার জন্য প্রস্তাব রেখেছেন। গঠনতন্ত্রে কিছু প্রয়োজনীয় সংশোধন সম্পর্কেও আপনাদের সিদ্ধান্ত দান করতে হ'বে।

বন্ধুগণ,

আমরা জামাআতের মাদ্‌রাসাসমূহের উন্নতি ও উন্নয়নে গভীর-ভাবে আগ্রহী। এ জন্য একটা তালীমী বোর্ড গঠিত হয়েছে। আমরা মসজিদসমূহের সংস্কার এবং সম্ভব হ'লে নতুন মসজিদ নির্মাণ কাজের সাথেও সংযুক্ত হ'তে চাই। এ ছাড়াও আমরা খেদমতে খাল্‌ক প্রকল্পের মাধ্যমে দুঃস্থ মানবতার সেবায় নিয়োজিত রয়েছি। আমাদের সাধ সীমাহীন কিন্তু সাধ্য বড়ই সীমিত। তবু আমরা হতাশাবাদী নই। আপনারা এ সব exciting and challenging কার্য্যক্রম সম্পর্কে জমঈয়তকে সুনির্দিষ্ট পথ নির্দেশ দান করবেন ব'লে আমরা আশা করি।

বন্ধুগণ,

একটা ব্যক্তিগত কথা আপনাদের খেদমতে আরয করেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে এই দুর্বল কাঁধে আমি জমঈয়তের সভাপতির গুরু দায়িত্ব বহন করছি। আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতায়, সর্বোপরি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে জমঈয়তকে আমরা এখন এমন এক পর্য্যায়ে এনে দাঁড় করাতে সমর্থ হয়েছি যেখানে কোন প্রতিবন্ধকতাই তার অগ্রযাত্রাকে আর রুখতে পারবেনা, ইনশা আল্লাহ। এবারে আমাকে রেহাই দেয়ার সময় হয়েছে।

পরিশেষে আপনাদের সবাইকে আমার নিজের এবং বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের পক্ষ থেকে আবারও অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি শেষ করছি।

وختاما نسأل الله التوفيق لكل من ساهم فى هذا المؤتمر وان يجزيهم الجزاء الاوفى - "ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة' انك انت الوهاب" وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين -

www.waytojannah.net